# কমলেকামিনী

Acc. No. 10910
Date 18.2.97
Item No. B/B - 4968
Don. By

নাটক।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

*Dun.*—Dismay'd not this our Captains, Macbeth and Banquo ?
*Sold.* Yes : as sparrows, eagles ; or the hare, the lion.

*Macbeth.*

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

(গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।)

কলিকাতা

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৪

মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

# উৎসর্গ।

বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি-বিবিধ-
গুণরত্ন-মণ্ডিত-পণ্ডিতমণ্ডলীসমাদরতৎপর
রাজ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর
সজ্জনপালকেষু

রাজন্,

আপনার সরলতাপূর্ণ মুখচন্দ্রমা অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে স্বতই একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? না, আপনার তুল্য বা অধিকতর অনেক ঐশ্বর্য্যশালীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তদ্দর্শনে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। আপনি বিদ্যানুরক্ত বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? তাহাও নয়, তদপেক্ষা বহুতর বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হয় নাই। তবে ইহার একমাত্র অকৃত্রিম অমায়িকতাই এ অপূর্ব্ব ভাবের নিদানভূত। আর একটী কারণ অনুভূত হয়; সেটীও ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমলা ও বীণাপাণি পরস্পর চিরবিরোধিনী; আপনি সেই চিরবিরোধিনী সহোদরাদ্বিতয়ের অবিরোধ সম্পাদন করিয়াছেন। "কমলেকামিনী" অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী। আপনার "কমলেকামিনী" উপহার দেওয়া মদীয় আন্তরিক অপূর্ব্ব ভাবের পরিচয় প্রদানমাত্র, ইতি

স্নেহাভিলাষী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

শশা। মহারাজ, পাঁচ বৎসর থেকে সেনাপতি সমরকেতু আমার বলে আসচেন অচিরাৎ ব্রহ্মাধিপতির সহিত আমাদিগের সমর উপস্থিত হবে। আমরা সেই অবধি সমরোপযোগী আয়োজন করে আসচি। পদাতিক, অশ্বসেনা, শস্ত্রপুঞ্জ, শিবির, বাহক—আমাদের সকলই প্রস্তুত; যদি যুদ্ধ করাই স্থির সংকল্প হয় তবে আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মদেশ পরাজয় করতে পারি।

সম। মন্ত্রিবর আর "যদি" শব্দ প্রয়োগ করবেন না, যখন ব্রহ্মাধিপতি মহারাজের লিপির অবমাননা করেচেন, যখন ব্রহ্মাধিপতি দূতের হস্তে মৃত মূষিকশাবক প্রেরণ করেচেন, তখন যুদ্ধের বাকি কি? সমরানল সম্যক্ প্রজ্বলিত হয়েচে, বাকির মধ্যে আমরা রণক্ষেত্রে গমন করে ব্রহ্মভূপতির মুণ্ডটী মহারাজের পদপ্রান্তে বিক্ষিপ্ত করব। ব্রহ্মমহীপতির মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হবে, নতুবা তিনি কোন্ সাহসে মণিপুর-মহীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। কি দুরাশা! কি অসহনীয় আস্পর্দ্ধা! কি ভয়ঙ্কর অপরিণামদর্শিতা! আমাদিগকে মূষিকশাবকবৎ বিনাশ করবেন! আমার হস্তস্থিত কৃপাণ দেখুন, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি শত শত শত্রু নিহত করেচি, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি নাগা পর্ব্বত কাছাড় রাজ্য হইতে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেচি, এই কৃপাণের কল্যাণে জয়ন্তীপর্ব্বতাধীশ্বরের সীমা-বিস্তীর্ণ লালসা নিবারণ করেচি, এই কৃপাণের কল্যাণে শ্রীহট্টনরপতি সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হয়েচেন, এই কৃপাণের কল্যাণে ত্রিপুরাধিপতি লুসাই পর্ব্বতে আর হস্তিধারণ খেলা প্রস্তুত করেন না, এই কৃপাণের কল্যাণে বনাজন্তুনা লুসাইদিগের আক্রমণ রহিত করেচি,—এই কৃপাণ হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি ব্রহ্মসেনার শোণিতস্রোতে পদ প্রক্ষালন করিব, প্রতিজ্ঞা বক্ষা না হয়, কৃপাণ ভগ্ন করিয়া মেয়েদের ব্যবহারের নিমিত্ত সূচিকা নির্ম্মাণ করে দিব। মহারাজ, রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন, সহসা জিগীষা ফলবতী হবে। রণে শিখণ্ডিবাহন সহায় থাকলে আমি পৃথিবীস্থ কোন রাজাকে শঙ্কা করি না।

সর্ব্বে। ব্রহ্মদেশাধিপতির পদাতিক সংখ্যা অধিক, কিন্তু মহারাজের

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর—মকরকেতনের কেলিগৃহ।

### মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন, বক্রেশ্বর এবং বয়স্যগণের প্রবেশ।

শিখ। ব্রহ্মদেশাধিপতির বিবেচনায় আমরা এতই দুর্ব্বল যে তিনি সপরিবারে কাছাড়-রাজধানীতে উপস্থিত হয়েচেন। মহিলা সমভিব্যাহারে সমর করিতে গেলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

মক। না দাদা, আমার বিবেচনায় মহিলা সঙ্গে থাক্‌লে সময়ে দুণ বল হয়। সীমন্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা, সীমন্তিনী শক্তি, সীমন্তিনী উৎসাহের গোড়া,—

বক্রে। বীরপুরুষের ঘোড়া।

মক। বক্রেশ্বর অশ্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বক্রে। অদ্বিতীয় হতেম কি না বুঝ্‌তে পাস্তেন্, যদি ধড়ে বস্‌বের কিছু থাক্‌ত।

শিখ। কোথায়?

বক্রে। ঘোড়ার পিঠে।

মক। তাই বুঝি ঘোড়া চড়া ছেড়ে দিলে।

বক্রে। কাজে কাজেই;—আমি সেনাপতি সমরকেতুকে বল্লাম, মহাশয়, যদি আমাকে অশ্বসেনাভুক্ত কর্‌তে ইচ্ছা হয়, তবে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে এমন একটা কিছু স্থাপন করুন যাহা ছুটিবার সময় দুই হাতে দিয়ে ধরা যায়।

শিখ। কেন জিন্ আছে, রেকাব আছে, লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না?

বক্রে। না।

মক। তবে তুমি চাও কি?

অবমাননা করেচেন তাহাতে বক্রেশ্বর যে মনের ভাব প্রকাশ কল্লে আমাদের সকলেরই মনের ভাব ঐ। বক্রেশ্বরের প্রতিজ্ঞা সফল করে দিতে পারি তবেই আমার অস্ত্রধরা সার্থক।

খি, বয়। যুদ্ধযাত্রার আর বাকি কি?

শিখ। সকল প্রস্তুত, যাত্রা কল্লেই হয়।

মক। তোমরা লক্ষ্মীপুর পৌছিলে তবে আমি যাত্রা কর্ব।

শিখ। সে বারাঙ্গনাটা যেন তোমার সঙ্গে না যায়।

মক। দাদা, আমি যাকে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করি, তুমি তাকে বারাঙ্গনা বল? শৈবলিনীকে আমি বিবাহ করি নাই বটে কিন্তু আমার মনের সহিত তার মনের পরিণয় হয়েচে, সে আমায় বেড়ে সাত পাক ফিরে নাই বটে, কিন্তু তার মন আমার মনকে বায়াম্ন পেঁচে বেষ্টন করেচে।

শিখ। তুমি কি পাগলের মত প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌লে; তুমি যখন সেনাপতি সমরকেতুর ধর্ম্মশীলা কন্যা সুশীলাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেচ, তুমি যখন সুশীলার সহিত দাম্পত্যসুখে এত কাল যাপন কল্লে, তুমি যখন সুশীলার গর্ভে অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেচ, তখন তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই। যদি অন্য কোন মহিলা তোমাকে গ্রহণ করে সে পিশাচী, আর তুমি যদি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হও তুমি কাপুরুষ।

মক। আমি শৈবলিনী ভিন্ন অন্য কামিনীর মুখ দেখি না।

বক্রে। কেবল শৈবলিনীকে রাখ্‌বের আগে এক পণ, আর রাখার পর দেড় দিস্তে।

মক। বক্রেশ্বর বুঝি সময় পেলে।

বক্রে। যথার্থ কথা বল্লে আপনি ত রাগ করেন না।

ভৃ, বয়। রাজা রাজড়ার স্ত্রীসত্বে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়,—

জায়ার যৌবন-ধন হইলে বিগত,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-দোষ নহে অসঙ্গত।

মক। আমি কি তার রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান-শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্ব-শক্তিতে মোহিত হইচি।

বক্কে। তবে চুড়ী চন্দ্রহার পরাবার একজন উপযুক্ত পাত্র আমি বলে দিতে পারি।

চ, বর। উপযুক্ত পাত্র কে?

বক্কে। সার্ব্বভৌম মহাশয়।

শিখ। মকরকেতন, তোমার অন্তঃকরণ ত স্নেহশূন্য নয়, তোমার সরলতার চিহ্ন ত শত শত দেখিচি, তবে তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী সুশীলার প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ কর।

মক। সুশীলা আমার পূজনীয়া সহধর্ম্মিণী, সুশীলা আমার শিরোধার্য্যা, কিন্তু সে আমার হৃদয়বিলাসিনী।

সুশী। দাদা, আপনারা রাজ্যের শত শত শত্রু নিপাত করতে পারেন, আর অভাগিনীর একটা শত্রু নিপাত হয় না! যুবরাজের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই?

বক্কে। এক উপায় আছে, কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

মক। বল না, আজ্ ত তোমাদের সপ্ত রথী সমবেত।

বক্কে। বল্‌ব?

মক। বল।

বক্কে। উজ্জয়িনী দেশে জনৈক ক্ষত্রিয়াণী দুর্ব্বিনীত দয়িতের দুরাচারে দশম দশার দ্বারদেশে নিপতিতা হইয়াছিলেন,—

মক। কথকতা আরম্ভ কল্লে না কি?

বক্কে। বিরহবিকলহৃদয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনী কলঙ্ককলুষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে সৎপন্থায় আনিবার জন্য কত পন্থাই অবলম্বন কর্‌লেন;—অনুনয়, বিনয়, নয়ন-নীর, মলিনবদন, পদচুম্বন, স্নেহ, ভালবাসা, সরলতা, দীর্ঘ নিশ্বাস, উপবাস, কিছুই বাকি রাখ্‌লেন না। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নীচ, ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্ত কান্ত বনাবরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না।

সকলে। (তিন বার মঙ্গলঘট প্রদক্ষিণ করিয়া তিন বার মন্ত্রপাঠ)

তলোয়ার-ফলাকা লক্ লক্ করে,
সেনার হাতে শত্রু মরে,
মরে শত্রু, হরে ভয়,
আপন কুলের বিপুল জয়।

রাজা, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, এবং মকরকেতনের রণসজ্জায় প্রবেশ—নেপথ্যে রণবাদ্য।

রাজা। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন, তুমি দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন দর্পহারী নারায়ণ, তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তুমি ভয়াতুর জীবের ত্রাণ, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি অনাথের নাথ। হে ভক্তবৎসল ভগবন্, তুমি শ্রীকরকমলে সুদর্শনচক্র ধারণ করে সমরক্ষেত্রে আবির্ভাব হও, তোমার করুণাবলে প্রবল অরাতিদল দলন করি।

গান্ধা। (রাজার কপালে বরণডালা স্পর্শ) সমরে অমরের ন্যায় জয় লাভ কর।

সুশী। (রাজার হস্তে সচন্দন পুষ্পমালা দান) পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হউন।

রাজা। সুশীলা, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সমরকেতুর মায়াময়ী কন্যা, তোমার হস্তের মালা আমি মস্তকে ধারণ কর্‌লাম, অবশ্যই রণজয়ী হব।

ত্রিপু। (রাজার মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) মহারাজ সীতাপতি রামচন্দ্রের ন্যায় জয়পতাকা উড়াইয়ে রাজধানীতে ফিরে আসুন।

রাজা। আপনি বীরেন্দ্রকুলের অহঙ্কার শিখণ্ডিবাহনের গর্ভধারিণী, আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

সম। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন, তুমি দুর্দ্দান্ত উগ্রমূর্ত্তি উগ্রসেনের হন্তা, তুমি আমাকে শত্রুহননে বল দান কর।

গান্ধা। (সমরকেতুর কপালে বরণডালা স্পর্শ) যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দুর্গা তোমাকে রক্ষা করুন।

সুশী। (সমরকেতুকে সচন্দন পুষ্পমালা দান) ষড়াননজননী হৈমবতী যেন আপনাকে রণস্থলে কোলে করে বসে থাকেন, শত্রুর অস্ত্র যেন আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।

ত্রিপু। (সমরকেতুর মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) আকাশের নক্ষত্রমালার ন্যায় তোমার বিজয়কীর্ত্তি যেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।

শিখ। হে জনার্দ্দন, আমি কায়মনোবাক্যে পরমভক্তি-সহকারে তোমার আরাধনা করি; হে ভক্তবৎসল কমলাপতি, ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর; হে কৌশলনিপুণ রুক্মিণীহৃদয়বল্লভ, তুমি যেমন ভক্তবৎসলতাপরবশ সমরপ্রান্তরে নবনীরদবরণ ধনঞ্জয়ের রথে সারথি হয়েছিলে, তেমনি উপস্থিত তুমুল সংগ্রামে তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও; হে পদ্মপলাশলোচন বিপদ্ উদ্ধার মধুসূদন, তুমি সমরক্ষেত্রে স্বহস্তে সৎপন্থা অঙ্কিত করে দাও, আমরা যেন সেই পন্থা অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করি।

গান্ধা। (শিখণ্ডিবাহনের কপালে বরণডালা স্পর্শ) তুমি যেন—(শিখণ্ডিবাহনের ললাট-অবলোকন) তুমি যেন সমরে ষড়াননের ন্যায়—(ললাট-অবলোকন—হস্ত হইতে বরণডালা পতন।)

সুশী। ধর ধর।

[ত্রিপুরাঠাকুরাণীর অঙ্কে মহিষীর পতন।

ত্রিপু। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েচে।

[মুখে জলদান, অঞ্চল দ্বারা বায়ু সঞ্চালন।

রাজা। মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা,—মূর্চ্ছা রোগের লক্ষণ।

গান্ধা। (দীর্ঘনিশ্বাস) "পাপীয়সীর পেটে—পাপাত্মার জন্ম"।

রাজা। মহিষী কি বল্‌চেন?

সুশী। মা, সুস্থ হয়েচেন? বল্‌চেন কি?

গান্ধা। এমন রাজলক্ষণ ত কখন কারো কপালে দেখি নাই।

রাজা। গান্ধারি, তুমি ঘরে গিয়ে শয়ন কর।

গান্ধা। আমার বরণ করা সম্পূর্ণ হয় নি। (গাত্রোত্থান, বরণডালা-

কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা
বিষণ্ণ-হৃদয়ে করে দিবা-বিভাবরী,
যে জেনেচে সেই বিনা কে বলিতে পারে?
পূর্ণিমায় অন্ধকার; পূর্ণ সরোবরে
শুষ্ককণ্ঠে শীর্ণ-মুখে মরে পিপাসায়;
সুখশূন্য সুলোচনা শূন্য-মনে বসি
বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণী,
দীননেত্রে নীরধারা বহে অবিরাম।
নারায়ণে সাক্ষী করি, আনন্দ-আশায়
আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়।
যুবতী-জীবন-পতি সংসারের সার;
এ বার এ কান্তনিধি একান্ত আমার। [মালাদান।

মক। সুশীলা, তুমি সুশীলা। শিখণ্ডিবাহন যখন তোমার সেনাপতি হয়েছেন, তখন সত্বরে তোমার শত্রু ক্ষয় হবে। কিন্তু সেনাপতি তারও আছে।

সুশী। তার সেনাপতি তুমি।

মক। আমি কেন হতে যাব।

সুশী। তবে কে?

মক। তার কবিতা-কলাপ।

সুশী। কবিতা-প্রলাপ। [সুশীলার বেগে প্রস্থান।

মক। আহা! এমন সুমধুর কথাগুলি শুন্‌ছিলেম, আপনিই বন্ধ করে দিলেম। সুশীলার কাছে আমি থাক্‌তে ভালবাসি, কিন্তু শৈবলিনীর নাম কল্লেই সুশীলা রাগ করে উঠে যায়। শৈবলিনীকে আর বাঁচান যায় না, চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠেচে;—মাতা পাগলিনী, পিতা দুঃখিত, বনিতা বিরাগিণী, শিখণ্ডিবাহন খড়্গহস্ত, বঙ্গেশ্বর বজ্রচূড়ামণি।

[প্রস্থান।

অশ্বারোহী সৈন্য অতি মনোহর। আমাদের দেশে যদি স্ত্রীলোকদিগের সৈনিক হবার রীতি থাকত, আমি একটী প্রবল বামাসৈন্য সঙ্কলন করতেম, স্বয়ং তার সেনাপতি হতেম।

সুর। কি হতে?

রণ। সেনাপতি।

সুর। সেনাপত্নী।

রণ। তোমার পিণ্ডি। আমি কি ভাই, মন্দ বলচি, আমরা পুরুষদের চাইতে কিসে কম, আমরা শূরবীর পেটে ধরতে পারি, আর শূরবীরের মত অস্ত্র ধরতে পারি না! আমাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, কৌশল আছে; যে খানে বলে না পারি, সে খানে কৌশলে সারি। বলতে কি, আমার ভাই, ইচ্ছা কচ্চে, এই দণ্ডে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে গমন করি।

নীর। লোকাচার-বিরুদ্ধ বলে লোকে ছুষতে পারে।

রণ। লোকাচার ত লোকে করে; লোকাচার হয়ে গেলে লোকে দোষ দেখতে পাবে না।

সুর। বামাসৈন্যের একটী বিশেষ দোষ আছে।

রণ। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মীমাংসা শুন।

সুর। কখন কখন ঘোড়াগুলা দম্ ফেটে প্রাণ যায় বলে কেঁদে উঠবে, আর কচ্ছপের মত চলতে থাকবে।

রণ। কখন্?

সুর। যখন সৈনিকগণের অরুচি হবে।

রণ। তুমি অরুচির রুচি,
কচ্‌মচে কর্‌কচি,
ইচ্ছা করে তোমার নাকটী কেটে করি কুচিকুচি।

[নাসিকা-ধারণ—হস্ত হইতে পদ্মফুলের মালা পতন।

সুর। (মালা তুলিয়া দিয়া) তুমি এমন মালা কোথায় পেলে?

রণ। গাঁথলেম।

সুর। মালায় যে বড় মন গেল?

রণ। মন উচাটন হলে কেউ গান করে, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ভ্রমণ করে, কেউ মালা গাঁথে।

সুর। মালা ছড়াটী দেবে কাকে?

রণ। যাকে বিয়ে করব।

সুর। তবে আমার গলায় দাও। পুরুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না। বর ভায়ারা হার্ মেনে হাল্ ছেড়ে দিয়েচেন।

রণ। না পেলে প্রেমের নিধি প্রেম কভু হয় লো?
ভাবের অভাব হয় সদা মনে ভয় লো।
কামিনী-কোমল-প্রাণ কমলের কলি লো,
সরলস্বভাব স্বামী অনুকূল অলি লো।

প্র, পুর। দুটী অশ্বসৈনিক এই দিকে আস্‌চে;—ও বাবা! এমন বেগে অশ্বচালান ত কখন দেখি নি, আকাশ হতে যেন দুটী তারা খসে পড়্‌চে।

রণ। তাই ত, কিছু ত চেনা যাচ্চে না, কেবল দৌড় দেখা যাচ্চে; ঘোড়া ত পায় চল্‌চে না, যেন বাতাসে উড়ে আস্‌চে।

[রাজপ্রাসাদতলস্থ পথে ব্রহ্মদেশের সেনাপতির অশ্বারোহণে প্রবেশ এবং বেগে প্রস্থান—শিখণ্ডিবাহন অশ্বারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান।

সুর। আমাদের সেনাপতি মহাশয় যে।

রণ। ভয়ে পালাচ্চেন না কি?

সুর। অঙ্গে রক্তের ঢেউ খেল্‌চে।

নীর। কি সর্ব্বনাশ! সেনাপতি বুঝি যুদ্ধে হেরে গেলেন।

রণ। তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল উটী কে?

দ্বি, পুর। বোধ হয় মণিপুর-রাজার সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন।

দ্বি, সৈ। কেন, সেনাপতি গেলে কি আর সেনাপতি হয় না? কত যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়েচে, তবু দেশ পরাজিত হয় নি। আমরা নূতন সেনাপতি করে আবার যুদ্ধ করব।

প্র, সৈ। সেনাপতি মহাশয়ের অশ্বটী এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদচে।

দ্বি, সৈ। ঘোড়াটী নিয়ে যাই।

রণ। সুরবালা, পাগ্‌ড়িটা কুড়িয়ে দিতে বল।

সুর। ও গো, ঐ পাগ্‌ড়িটা তুলে দাও।

প্র, সৈ। দুঃখের বিষয়, মণিপুরের সহকারী সেনাপতি পাগ্‌ড়ি ফেলে গিয়েচেন, যাতে পাগ্‌ড়ি থাকে সেটী ফেলে যান নাই।

[শিখণ্ডিবাহনের উষ্ণীষ-প্রদান।

রণ। (উষ্ণীষ-ধারণ) কেমন ধরিচি।

[অশ্ব লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

সুর। কি সুন্দর কাজ!

রণ। সোণার চুম্‌কিগুলি বড় কৌশলে বিন্যাস করেচে; আমি এরূপ পারি।—ও সুরবালা, মণিপান্নায় কেমন অক্ষর তুলেচে দেখ্।

সুর। বোধ হয় শিল্পকারের নাম—"সুশীলা"।

রণ। সু—শী—লা। (দীর্ঘ নিশ্বাস—হস্ত হইতে উষ্ণীষ-পতন)

[চঞ্চলচরণে প্রস্থান।

প্র, পুর। যুদ্ধে হার্ হয়েচে বলে রাজকন্যা বড় ব্যাকুল হয়েচেন।

নীর। চক্ দুটী ছল ছল কচ্চে, জল যেন পড়ে পড়ে।

দ্বি, পুর। তা হতেই পারে, যুদ্ধে হার্ হওয়া সহজ অপমান নয়।

সুর। এক দিনের যুদ্ধেই জয় পরাজয় স্থির হয় না। আমরা আজ্ হার্‌লেম, হয় ত কাল্ জিৎব। রণকল্যাণীর চক্ষে যে জন্যে জল এসেচে তা আমি বুঝিচি।

নীর। বল্ না ভাই?

সুর। পাগ্‌ড়িতে সুশীলার নাম দেখে।

বীর। তবে আমি সুধাও পান করে থাকি।

বিষ্ণু। কোথায়?

বীর। বড় রাণীর রসনায়।

বিষ্ণু। তুমি পারিষদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায় কাণ দিলে না, সমরসভায় উপদেশ নিলে না। কুহকিনী কাণে ফুঁ দিলে, আর যুদ্ধ কর্‌তে বেরিয়ে এলে।

বুড়ো বয়সে নবীন নারী,
জ্বর-বিকারে বিলের বারি।
আদ্‌মরা তার নয়ন-বাণে
দেখ্‌তে পাই নে চকে কাণে।

বীর। সেনাপতি মণিপুরের রাজাকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা কর্‌তেন; তিনিই ত লিপির উত্তর-স্বরূপ মূষিকশাবক পাঠিয়েছিলেন।

বিষ্ণু। সেনাপতি ইঁদুর ভাজে ভাত রেঁদেচেন, এখন নরপতি আহার করুন।

বীর। তুমি ত আমার প্রসাদ নইলে খাও না; লেজটী তোমার জন্তে রাখ্‌ব, তুমি ডাঁটার মত কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেও।

বিষ্ণু। আমি কেন খেতে যাব; যে তোমায় এমন রান্না শেখালে, সেই খাবে।

বীর। মণিপুরীরা জান্‌ত সেনাপতি মূষিক প্রেরণের মূল; সুতরাং আমার অতিশয় আশঙ্কা হয়েছিল মণিপুর-শিবিরে সেনাপতির বিশেষ দুর্গতি হবে; কিন্তু সুখের বিষয় তিনি সেখানে সুখে আছেন।

বিষ্ণু। মণিপুর-রাজার বড় মহত্ব।

বীর। রাজার মহত্ব নয়।

বিষ্ণু। তবে কার?

বীর। বীরকুলপূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের। সকলে একমত হয়ে স্থির করেছিল সেনাপতির নাসিকায় মূষিক বেঁধে ঘোর ঘোর নিয়ে বেড়াবে; শিখণ্ডিবাহন বল্লেন "মৃত মৃগরাজকে পায় দলনা করা শৃগালের কার্য্য,

বীরপুরুষের অবমাননা কাপুরুষের লক্ষণ; সেনাপতিকে সম্মানে রাখলে ব্রহ্মাধিপতির মূষিকপ্রেরণের প্রচুর পরিশোধ হবে"। শিখণ্ডিবাহন সেনাপতিকে সহোদরস্নেহে আপন শিবিরে নিয়ে রেখেচেন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে শিখণ্ডিবাহন যখন ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন, সে সময় তাঁর দারুণ পিপাসা; তিনি তখনই পিপাসায় প্রাণত্যাগ করতেন যদি শিখণ্ডিবাহন জিনের ভিতর হতে জল বার করে না খাওয়াতেন।

বীর। শত্রুর মুখে জলদান বীরত্বের পরা কাষ্ঠা।

বিষ্ণু। আমার রণকল্যাণী ত পাগলী, সেই সময় শিখণ্ডিবাহনের মাতায় পদ্মের মালা ফেলে দিলে।

বীর। বেশ্ করেচে। রণকল্যাণীর মহৎ অন্তঃকরণের চিহ্ন এই। বীরত্ব শত্রুতেই হউক আর মিত্রেতেই হউক সমান পূজনীয়।

বিষ্ণু। কিন্তু সেনাপতির সেই দশা দেখা অবধি বাছা আমার বিরসবদন হয়ে আছে; রাত্দিন হেসে বেড়ায়, সেই অবধি বাছার মুখে হাসি নাই।

বীর। তাই বুঝি রণকল্যাণী আমার কাছে আসে না, পাছে আমি লজ্জা পাই।

বিষ্ণু। নীরদকেশী বল্লে, রণকল্যাণী মনে বড় ব্যথা পেয়েচে; কেবল একা বসে ভাবে, সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, রেতে চক্কের পাতা বুজে না।

বীর। মা আমার বড় যুদ্ধপ্রিয়। আমার কাছে বস্লে কেবল যুদ্ধের গল্প হয়। মহাভারত রামায়ণ রণকল্যাণীর মুখস্থ। সে দিন বল্ছিল অর্জ্জুনের চাইতে কর্ণের বীরত্ব অধিক, ইন্দ্র আর নারায়ণ সহায়তা না করে অর্জ্জুন কর্ণকে মারতে পারতেন না। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়্লে রাম চন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা করে, আর রণকল্যাণীর পদ্মচক্ষে জলের উদয় হয়।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর যুদ্ধ দেখ্তে বড় সাধ।

বীর। রণকল্যাণী যখন চার বছরের, তখন একদিন আমার কিরীট

পুণ্যপুঞ্জবিভূষিত মহাবল পরাক্রমশালী রাজশ্রী-
মহারাজ বীরভূষণ ব্রহ্মদেশাধিপতি
অখণ্ডপ্রবলপ্রতাপেষু

ভ্রাতঃ,

আপনার অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। অস্মদাদির প্রতীতি হইয়াছিল, ব্রহ্মরাজধানীর নিয়মানুসারে লিপির দ্বারা লিপির উত্তর দেওয়া অতীব গর্হিত। কিন্তু পরাজয়-পরবশ সমাগত ব্রহ্মসেনাপতির অনুকূলতায় অবগত হইলাম, সে নিয়ম অভিমানান্ধতার জারজ, প্রকৃত রাজনিয়ম নহে। আপনি সপ্ত দিবসের নিমিত্ত সমর রহিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্মানসহকারে পরমসুখে ভবদীয় প্রার্থনায় সম্মতি দিলাম। আপনি যদি রাজনীতি-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, সপ্ত দিবসের নিমিত্ত কেন চিরকালের জন্ত সমরানল নির্ব্বাপিত করিতে আমি প্রস্তুত। সন্ধিসম্পাদনসম্বন্ধে অস্মদের অখণ্ডনীয় প্রস্তাব—কাছাড়-সিংহাসনে শ্যালক মহোদয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীমান্—শ্রীমান্—

বীর। তার পর?

রণ। বড় জড়ানে লেখা।

বীর। দেখি (লিপিপাঠ)

শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন।

রাজশ্রীগম্ভীর সিংহ।

কখন হবে না। আমার জেদ্ যদি না রইল, তাঁরও জেদ্ থাক্‌বে না—"অখণ্ডনীয় প্রস্তাব"।

বিক্ষু। তবে যে তুমি বল্লে "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন"?

বীর। শিখণ্ডিবাহন জারজ। কাছাড়ের একজন প্রধান অমাত্য আমায় বলেচে, ওর বাপের ঠিক নাই।

বিক্ষু। তুমি ত আর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্চ না।

বক্কে। তা হলে আমার রণসজ্জা ত বৃথা হবে। আমি যে অসি লতা উঠিয়েচি, তা এখন ফেলি কোথা?

মক। কদলীবৃক্ষের বক্ষে।

বক্কে। না; পরশুরামের প্রাণসংহারের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র যে বাণ টেনেছিলেন, তা ছাড়লে পরশুরাম পঞ্চত্ব পেতেন। পরশুরাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রামচন্দ্রের উভয় সঙ্কট; এ দিকে টানা বাণ রাখা যায় না, ও দিকে গরিব ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট। ভেবে চিন্তে পরশুরামের স্বর্গারোহণের পথে বাণটী নিক্ষেপ কল্লেন। আমি সেইরূপ করব।

মক। তুমি কোথায় ফেল্‌বে?

বক্কে। মকরকেতনের শৈবলিনীরূপ স্বর্গারোহণের পথে।

মক। দাদা, শৈবলিনীর সংবাদ শুনেচ?

শিখ। শৈবলিনীর সংবাদে আমি কাণ দিই না।

মক। শৈবলিনী আমায় পরিত্যাগ করেচে।

বক্কে। বিচ্ছেদ-বাঘের হাতে প্রাণ বাঁচান ভার,
খাঁচা খুলে কাদা-খোঁচা পালিয়েচে আমার।

মক। দাদা, এই লিপিখানি পড়, শৈবলিনীর কি উদার মন জান্‌তে পার্‌বে।

শিখ। আমি তার হাতের লেখা পড়্‌তে পারি না।

মক। আমি পড়ি। লিপিপাঠ

"প্রাণেশ্বর,

তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে আর আমার অধিকার নাই, তবে অভ্যাস নিবন্ধন বলিতেছি। সজ্জন মহাশয় শিখণ্ডিবাহন তোমাকে যে ভৎর্সনা করেছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিতেছি। সুশীলা তোমার সহধর্ম্মিণী; সুশীলা তোমার স্নেহময় তনয়ের গর্ভধারিণী; তুমি সুশীলার হৃদয় মৃণালের পবিত্র পদ্ম; সে পদ্মে বিমোহিত হওয়া আমার স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা।

ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়-মৃণাল ভঙ্গ করিয়া পবিত্র পদ্ম গ্রাস করিতে বারবিলাসিনীর মনেও করুণরসের সঞ্চার হয়; আমি লোকাচারে বারবিলাসিনী, বস্তুতঃ বারবিলাসিনী নই। আমি স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে বিবাহিত পতি বলিয়া জানিতাম। আমি যে বারবিলাসিনী নই এ কথা আর কেহ বিশ্বাস করিবে না; কেনই বা করিবে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করিবে।"

এক শত বার, যাবজ্জীবন। (লিপিপাঠ)

"আমি সুশীলার সরল মনে ব্যথা দিয়া মহাপাপ করিয়াছি। সেই পাপের পাবনস্বরূপ আপনার নির্ব্বাসন বিধান করিলাম। চতুর শিখণ্ডিবাহন পরিচারিকার মুখে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তোড়াটী পেটিকায় রহিল, তাঁহাকে প্রতি-অর্পণ করিয়া বলিবে, বারবিলাসিনী নীচকুলোদ্ভবা শৈবলিনী যদি হৃদয় পেটিকার রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া জীবিতা থাকে, সামান্য স্বর্ণাভাবে তার ক্লেশ হইবে না। আমি ভিখারিণীর বেশে প্রস্থান করিলাম ইতি

তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী।"

শিখ। এমন চমৎকার লিপি আমি কখন দেখি নি। শৈবলিনীর অতিশয় উচ্চ মন। আমি যদি আগে জান্‌তেম, তোমার সঙ্গে এক দিন তার নিকটে যেতেম।

মক। তুমি তার নাম করে বেশ্যা বলে উড়িয়ে দিতে, তা তার কাছে যাবে কেমন করে। এখন সে তপস্বিনী হয়ে বেরিয়ে গেল, এখন তোমার ইচ্ছে হচ্চে তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বক্রে। 'আম শুকিয়ে আম্‌সি, জল শুকিয়ে পাঁক্,
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে থাক্।'

মক। দেখদেখি দাদা, বক্রেশ্বর করুণরসের সঙ্গে কৌতুকরস মিশ্রিত করে।

চাইবে, আর আমায় এসে সংবাদ দেবে? তোমরা তাকে অমনি অমনি বিদায় করে দিতে পার নি। ভিক্ষা চায়, ভিক্ষা দিয়া বিদায় করে দাও।

পদা। আমরা তাকে অমনি অমনি বিদায় করে দিতেম, কিন্তু সে আপনার পাগড়ি এনেচে।

শিখ। আমার পাগড়ি? আমার পাগড়ি?

পদা। আজ্ঞা হাঁ।

শিখ। আস্‌তে দাও, একাকিনী আস্‌তে দাও।

[পদাতিকের প্রস্থান।

তবে রণকল্যাণী পাগড়ি তুলে লন নি। আমি ভেবেছিলেম মালাদান সুলক্ষণ, পাগড়ি তুলে লওয়া তার পোষকতা।

সুরবালার বৈষ্ণবীর বেশে প্রবেশ।

সুর। গোপীজনমনোরঞ্জন, বৃষভানুদুলালীকাজলনয়নাঞ্জন, ত্রিভুবন ভবভয়ভঞ্জন, বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে। নবিন বৈষ্ণবী দুখী হৌ। হে গুণধাম, মোরি রূপ পর আপ্ কা নেহারিয়ে? দর্পণ নহি, এহ্‌মে নেত্র হ্যায়, নাক হ্যায়, কাণ হ্যায়, ওষ্ঠ হ্যায়, দন্ত হ্যায়।

শিখ। তুমি কে?

সুর। ব্রজবালা।

শিখ। কুলবালা।

সুর। (গলদেশ অবলোকন করিয়া) কুলবালার কমলমালা।

শিখ। সুরবালা।

সুর। সোণার বালা।

শিখ। কার হাতের?

সুর। আজো কারো হাতে পড়ে নি।

শিখ। তোমার বেশে বেশ ঢাকে নি। তোমার অধরকোণে হাসি বাসা বেঁধে রয়েচে। আর বঞ্চনা কর কেন, আমায় পরিচয় দাও।

সুর। আমি ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবী, ভেকের ভাক্তে ভেসে বেড়াচ্ছি।

সুর। শুভকার্য্য প্রায় সম্পাদন। বিশ্বেশ্বর পাত্ পেতে বসে, অন্নপূর্ণা অন্নহস্তে দণ্ডায়মানা, বাকি ভোজন।

শিখ। তুমি তার মূল।

সুর। আমি ঘটকী। এখন একটা দর দিলে প্রস্থান করি।

শিখ। আমি কেন দর দেব?

সুর। যেমন কাল পড়েচে; পূর্ব্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হত, এখন ছেলে বিক্রয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে নয়, সত্যভামার ব্রত করা; বরের ওজনে স্বর্ণদান, ষোলটাকার দর পাকা সোণা, কষে লব।

শিখ। তুমি আমায় বিনা মূল্যে কিনে লও।

সুর। তা হলে ক্রিয়া শুদ্ধ হবে না। কিছু মূল্য দিই।

শিখ। কি?

সুর। পাগল করা পাগড়িটী।

[উষ্ণীষপ্রদান।

শিখ। আমি যুদ্ধে জলাঞ্জলি দিইচি।

সুর। তবে এখন কচ্চেন কি?

শিখ। বিরস-বদনে, সজল-নয়নে,
বসিয়ে বিজনে, নিরখি মনে
সে বিধু-বদন, সে নীল নয়ন,
সে মালা-অর্পণ, আনন্দ সনে।

সুর। করিলাম পণ, পাবে দরশন,
হইবে মিলন, বিবাহ-পাশে।
পাগল হৃদয়, যার জন্যে হয়,
সে হলে সদয়, অমনি আসে।

শিখ। সুরবালা, এই পুস্তকখানি নিয়ে যাও।

[পুস্তক-দান।

স্বর। এত সমাচার এনিচি, আমার পেটে ধচ্চে না।

রণ। বোধ হয় যমক হবে।

স্বর। না, অনুপ্রাস।

রণ। সুশীলা কে?

স্বর। সুশীলা শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের বনবিহঙ্গবাদিনী, বিকলিবরণা, বিমলেন্দুবদনা, বিলম্বিতবেণীবিভূষিতা, বিবাহিতা, বনিতা।

রণ। অনুপ্রাসের জন্য হল যে।

স্বর। কিন্তু অলীক নয়।

রণ। অলীক না হলে তোমায় জীবিতা পেতাম না।

স্বর। প্রকৃতির কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। তোমার আনন্দমাখা নয়ন বল্‌চে অলীক, তোমার হাসিবিকসিত অধর বল্‌চে অলীক, তোমার অলীক বল্‌চে অলীক।

স্বর। এই তোমার খবর।

রণ। এখন বল সুশীলা কে?

স্বর। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভিসারিকা।

রণ। তোমার মরণ। না আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না, শিখণ্ডিবাহন সংসারকাননে শুষ্কতরু।

স্বর। রসকলাপী মুকুলিত।

রণ। স্বরবালার মাথা।

স্বর। অভিসারিকায় তোমার মন যায় না?

রণ। রঙ্গে ইতি কর।

স্বর। তবে সত্য ইতিহাস বলি।

রণ। আদ্যোপান্ত।

স্বর। শিখণ্ডিবাহন ভাই বড় চতুর। আমি এত গোপীজনমনোরঞ্জন বল্লেম, এত বৃন্দাবনস্বামী তোমারি মঙ্গল করে বল্লেম, কিছুতেই ভুল্লে না, আমায় খপ্ করে ধরে ফেল্লে।

রণ। তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে?

সুর। আমি কি ঘটকালি কর্‌তে গিয়ে বিয়ে কল্লেম না কি ?

রণ। তার পর ?

সুর। বল্লে, তুমি সুরবালা।

রণ। মাইরি ?

সুর। সেনাপতির কাছে বসে বসে আমাদের সব খবর নিয়েচেন।

রণ। তবে তিনিও উচাটন।

সুর। তাঁর হার্ জিত দুই হয়েচে।

রণ। হার্‌লেন কিসে ?

সুর। রণকল্যাণীর নয়নবাণে।

রণ। সুশীলা কে ?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের বোন।

রণ। তোমার মুখে ফুল চন্দন।

সুর। সহোদরা নয়।

রণ। তবে কি ?

সুর। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর মেয়ে, যুবরাজ মকরকেতনের স্ত্রী, শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

রণ। বল্লেন কি ?

সুর। বল্লেন, রণে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল মনের নয়নে রণকল্যাণীর মুখাবলোকন কর্‌চি।

রণ। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী।

সুর। রণকল্যাণীর কমলমালা অবিরল গলদেশে দিয়া আছেন।

রণ। রণকল্যাণীর জীবন সফল।

সুর। বল্লেন, রাজবংশে জন্ম নয় বলে আশঙ্কা হয়।

রণ। রাজবংশের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে এ কথা ভাল শুনায় না।

সুর। রণকল্যাণীর সম্প্রীতি জন্যে একখানি পুস্তক দিয়েচেন।

[পুস্তকদান।

সুর। সাজ্‌বে কেন? যার স্থান সেই রাধা হবে।

রণ। সুরবালা, শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে আমি ত আর বাঁচি নে। চল না কেন আমরা রাসলীলা দেখ্‌তে যাই।

সুর। এখন ত সন্ধি হয় নি।

রণ। আমরা পুরুষ সেজে যাব।

সুর। ছটী কমলে বাচুর চাই।

রণ। তোমার কমলে বাচুরে হবে না, তোমার জন্যে একটী ষাঁড় চাই।

সুর। তোমার জন্যে একটী খাসী চাই।

রণ। নিশ্চয় যাব।

সুর। ধাত্রী যদি অনুকূল হন, আমি তার একটী সংবাদ প্রসব করি।

রণ। তুমি সাত ব্যাটার মা হও।

সুর। তা হলে কি শরীরে কিছু থাক্‌বে?

রণ। চিরযৌবনার ভয় কি?

সুর। মতিলালের বিয়ে গিয়েছিলেম। বেছে বেছে একটা বুড়ী দাইকে বশীভূত করেলেম। আমি বল্লেম "এ মাসি, বৃন্দাবনস্বামী তোমাদের মঙ্গল করে।" সে বল্লে "বৈষ্ণবঠাকুরাণি, নমস্কার। আমার বয়ের ছেলে হয় না কেন?" আমি বল্লেম "তুই দাঁড়িয়ে থাক্‌, আমি তোর বয়ের ছেলে করে দিচ্ছি।" ঝুলি হতে একখানি পাঁজা হলুদ বার করে বল্লেম, যশোমতী মা যশোদা এই হরিদ্রা অঙ্গে লেপন করে পুত্রমুখ দর্শন করেছিলেন, এই হরিদ্রা বেটী তোর বয়ের পেটে চাপিয়ে দে, হরিদ্রা স্পর্শ না হতে হতে উদর স্ফীত হবে।" মাগী হরিদ্রাখানি আঁচলে বেঁধে ডানর ডানর করে পায়ে পাড়্‌তে লাগ্‌ল।

রণ। হরিদ্রা পেলে কোথা?

সুর। যাবার সময় হরিদ্রা, কোষ্ঠান, আতপচাল, গোটা কড়ি, কুমীরের দাঁত সংগ্রহ করে নিয়েছিলেম।

রণ। তুমি এখন ভানর ভানর করে পায়ে পাড়।

রাজা। তবে ভাল। বক্কেশ্বর পাগল হক্ যা হক্, ওর মনটী বড় ভাল।

প্রি, পারি। বক্কেশ্বরের অজ্ঞাতসারে এঁরা পঞ্চাশ জন মণিপুরের অশ্বসৈনিককে বঙ্গদেশের অশ্বসৈনিক সাজিয়ে বলে দিলেন, তাঁরা যখন মৃগয়ায় রত থাকবেন সৈনিকেরা তাঁহাদের আক্রমণ করবে: শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতন বেগে অশ্বসঞ্চালন করে পালিয়ে আসবেন, বক্কেশ্বরের চক্ষুঃ বন্ধন করে বঙ্গশিবিরের নাম করে মণিপুর শিবিরে ধরে আনবে।

শশী। বক্কেশ্বর ত ঘোড়া চড়ে না।

প্র, পারি। সে কি ঘোড়া চড়তে চায়, মকরকেতন অনেক যত্নে ঘোড়ার পিটে একটী গোঁজ বসিয়ে দিলেন, তবে সে ঘোড়ায় উঠ্ল।

রাজা। বক্কেশ্বর যে ভীরু, তার যদি প্রতীতি হয় যে তাকে ব্রহ্মশিবিরে ধরে এনেচে, সে ভয়েতেই মরে যাবে।

## মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন এবং বয়স্যপক্ষের প্রবেশ।

মক। বক্কেশ্বরকে যখন সৈনিকেরা বেষ্টন করে চক্ষু বাঁধিতে লাগ্ল, বক্কেশ্বরের সে কান্না, বলে "ও শিখণ্ডিবাহন! এই তোমার বীরত্ব! পাগলটাকে শত্রুহস্তে ফেলে পালালে"।

শিখ। সৈনিকদের বলে "বাবা সকল! আমায় ছেড়ে দাও, আমি যোদ্ধা নই, আমি পাচকব্রাহ্মণ। বাবা সকল! তোমাদের মহারাজ সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রেখেচেন তাই আমি এত দূর এইচি, নইলে মহিলাশিবিরের সীমা অতিক্রম করতেম না"।

## পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কে। বাবা সকল! আমার ভাষা তোমরা না বুঝ্তে পার আমার চক্ষের জলে ত বুঝ্তে পাচ্চ. আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি।

প, পদা। রেরাণ্ডি বয়রাণ্ডি লেকলাহুলা থেইনু, মেইটা মিটি মহিটা কেন্‌কা কেণ্টা ফাং ফুই, তেম্পুরাণ্ডি পেম্পেরালে পিণ্ডিনু।

বক্কে। আমি কেবল তোমাদের পিণ্ডি বুঝ্তে পাল্লেম। তোমাদের শিবিরে কি দোভাষী নাই?

প্র, পারি। এ বক্কার কে?

বক্কে। আহা! মাতৃভাষার বর্ব্বরটীও মধুর।— বাবা, আমি কোথায় এলেম?

প্র, পারি। মহারাজ রাজাধিরাজ বঙ্গমহীপতির শিবিরে।

বক্কে। মহারাজ কোথায়?

প্র, পারি। তোমার সমক্ষে, যোড় করে প্রণাম কর।

বক্কে। আমি মস্তক নত করে প্রণাম করি।

[মস্তক নত করিয়া প্রণাম।

প্র, পারি। তুই ব্যাটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজের নিকট যোড় কর করতে পার না?

বক্কে। যোড় কর কেন, আমি যোড় পায় লাফ দিতে পারি। আমি দুই হাতে গোঁফ ধরে রইচি, আমার যোড় কর করবার কি যো আছে?

প্র, পারি। ঘোড়ার পাছায় খুব জোরে চাবুক মার ত, ঘোড়াটা ছুটে যাক।

বক্কে। চীৎকার শব্দে বাবা, পড়ে মলুম, বাবা, হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা, আমার পল্কা হাড়!

প্রগাঢ়রূপে গোঁজালিঙ্গন।

প্র, পারি। মার না এক চাবুক।

[অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক প্রহার, পদাতিকের অশ্বের বল্গা ধরিয়া বেগে অশ্ব-সঞ্চালন।

বক্কে। সাত দোহাই মহারাজ, ব্রহ্মহত্যা হয়, পড়্‌লেম, পড়্‌লেম, শালার ব্যাটা শালাদের মায়া দয়া কিছু নাই।

[অশ্ব হইতে পদাতিকদ্বয়ের হস্তে পতন।

রাজা। (জনান্তিকে) নীরব হয়ে রইল যে, পঞ্চত্ব হল না কি?

বক্কে। বাবা, তোমাদের শিবিরে যদি বৈদ্য থাকে, ডেকে আমার হাতটা দেখাও, আমার বোধ হয় নাড়ী ছেড়ে গিয়েচে; হাড়গুলি বোধ হয় আস্ত আছে।

[হাড় টিপিয়া দেখন।

(পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা, ক্ষীর চাঁপা যে মস্তকহীন, প্রসাদ করে দিলেন না কি?

ভু, পারি। তুই খা না, ক্ষীর-চাঁপা বড় সুখাদ্য।

বক্কে। মামা, আপনি কাছাড়ের রাজা হয়েছেন, আপনাকে ক্ষীর চাঁপা কিনে খেতে হবে না। একটু ইঙ্গিত কল্লেই প্রজারা আপনাকে ক্ষীর চাঁপায় চাপা দিয়ে রাখবে।

ভু, পারি। তোমার বড় নষ্ট বুদ্ধি। তোমাকে আমি কোড়া দিয়ে সরল করে দিচ্চি।

বক্কে। সাত দোহাই মামা, মেরো না বাবা, আমি রসমুণ্ডি খেতে পারি কিন্তু মার্ খেতে পারি না, মারগুল একটুও রুচিপ্রিয় নয়। (এক ঘা কোড়া প্রহার—চীৎকার শব্দ) বাবারে, শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেচে।

ভু, পারি। তুই আমায় শালা বল্লি?

বক্কে। আপনি মাতুল মহাশয়, আপনাকে কি আমি শালা বল্তে পারি?

ভু, পারি। তবে কাকে বল্লি?

বক্কে। ঐ কোড়া গাছটাকে।

চ, পারি। ওরে বর্বর, গোবরগণেশ, বক্কেশ্বর।

বক্কে। মহাশয়, আমি গোবরা নই, আমি শুধু বক্কেশ্বর।

চ, পারি। তবে যে শুন্লেম তুমি মহিলাশিবিরের রক্ষক।

বক্কে। সেটা উভয়তঃ।

চ, পারি। উভয়তঃ কি?

বক্কে। কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, কখন আমি তাঁদের রক্ষা করি।

চ, পারি। তবে তোমাকে কি গুণে মহিলাশিবির রক্ষক কল্লে?

বক্কে। রসবোধ কম বলে।

চ, পারি। তোমাকে আমি গুটিকত সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যদি

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখ—রাসমণ্ডপ।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, মকরকেতন, বক্কেশ্বর, পারিষদ্‌গণ, বয়স্যগণ এবং পদাতিকগণের প্রবেশ এবং উপবেশন।

রাজা। অতি পরিপাটী রাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েচে।

শশা। শিখণ্ডিবাহনের শিল্পনৈপুণ্য। শিখণ্ডিবাহন রাসলীলায় আমোদ কর্‌তেন না। কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই। আনন্দে পরিপূর্ণ। রাসলীলা সুসম্পন্ন কর্‌বের জন্য বিশেষ যত্নবান্।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন এমন ভয়ঙ্কর সমরে জয়লাভ করেচেন, হৃদয় প্রফুল্ল না হবে কেন?

সর্ব্বে। সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়েচে।

রাজা। আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে দিন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপন কর্‌ব, সেই দিন আমার হৃদয় প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হবে। সে দিন আমি স্বয়ং রাসমণ্ডপ প্রস্তুত কর্‌ব।

বক্কে। বক্কেশ্বর কৃষ্ণ সাজ্‌বেন।

রাজা। নৃত্যটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ। তোমার হাঁট্‌নাই নাচ্‌না।

বক্কে। যখন রণবাদ্য হয়, তখন আমি একা একা নৃত্য করি।

রাজা। কোথায়?

বক্কে। মহিলা-শিবিরের পশ্চাতে।

রাজা। তোমাকে কাছাড়াধিপতির মন্ত্রী কর্‌ব।

শশা। উপযুক্ত জাদুবান্ বটে, কেবল লাঙ্গুল অভাব।

বক্কে। মন্ত্রিমহাশয় লাঙ্গুলকাণ্ড অধ্যয়ন করেন নাই, তাই লাঙ্গুলের অভাবে আক্ষেপ কচ্চেন।

রাজা। লাঙ্গুলকাণ্ডে লেখে কি ?

বক্কে। লঙ্কাকাণ্ডের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হলে মন্ত্রী জাম্বুবান্ বল্লেন, ঠাকুর, আমি কোথায় যাই ? রামচন্দ্র বল্লেন তুমি মর্ত্যে কলিতে রাজাদিগের মন্ত্রী হবে। জাম্বুবান্ বল্লেন কলিতে রাজসভায় মনুষ্যের মত বসতে হবে, কিন্তু কক্ষতলে লাঙ্গুল থাকলে সেরূপ বসিবার ব্যাঘাত ঘটিবে। রামচন্দ্র বল্লেন, জন্মান্তরে লাঙ্গুল স্থানভ্রষ্ট হবে, স্বস্থান পরিত্যাগ করে লাঙ্গুল মন্ত্রীদিগের মনের সঙ্গে মিশে যাবে। সেই জন্য মন্ত্রীদিগেব মন লাঙ্গুলবৎ চিরবক্র।

রাজা। তবে তোমার মন্ত্রী হওয়া দুষ্কর।

বক্কে। কেন মহারাজ ?

রাজা। তোমার মন অতিশয় সরল।

বক্কে। মন্ত্রী হলেই বাঁকা হবে।

প্র, পারি। ব্রহ্মাধিপতি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন, কাছাড়ের অমাত্যেরা শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে, এখন কোন অমাত্য সে কথা বলতে স্বীকার কচ্চে না।

রাজা। সাত দিন গত হলেই সকল বিষয় মীমাংসা হবে।

খোল করতাল লইয়া বাদ্যকরগণের প্রবেশ এবং বাদ্য।

বক্কে। রাসলীলা নবনলিনী, খোল করতাল তার কাঁটা।

সর্ব্বে। সখীগণ সমভিব্যাহারে রাধিকা সঙ্গীত করতে করতে আগমন কচ্চেন।

(নেপথ্যে সঙ্গীত।—রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

কি হল, কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল
কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল, কোকিল,
ওরে শুক শারি।

সর্ব্বে। বাছার মুখচন্দ্রমা স্বভাবতঃ লজ্জাবনত ; রক্তোৎপলবিনিন্দিত ওষ্ঠাধর ; সুকুমার-আভা-বিস্ফারিত বিশাল-লোচনদ্বয়ে দুটী সন্ধ্যাতারকা শোভা পাচ্চে। আমার বোধ হয় কমলাসনে সর্ব্বলোকললামভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আবির্ভূতা।

প্র, পারি। কাছাড়প্রদেশে এমন অলৌকিকরূপলাবণ্যসম্পন্না রমণী-রত্নের আবির্ভাব অসম্ভব ; আমার বোধ হয় জনকনন্দিনী জানকী পদ্ম-সিংহাসনে উপবেশন করেচেন।

বক্কে। আমার বোধ হয় ব্রহ্মরাজের রাজলক্ষ্মী পরাজয়ে লজ্জা পেয়ে বিজয়ী শিখণ্ডিবাহনকে সন্তুষ্ট করতে রাধিকার বেশে রাসলীলায় সমাগতা।

রাজা। বাছার কবরীচক্রে কমলমালা, গলদেশে কমলমালা, কর-কমলে কমলমালা, কমলাসনে উপবেশন ; আমার বোধ হয় রাইকমলিনী "কমলেকামিনী"।

সকলে। কমলেকামিনী।

সর্ব্বে। মহারাজ অতি রমণীয় নাম দিয়েচেন—রাইকমলিনী "কমলে কামিনী"।

বক্কে। লীলার সময় যায়।

সুর। প্যারি, প্রেমবিলাসিনি, পীতবাস-হৃদয়াম্বুজবাসিনি, সাত আদরের কমলিনি! পাগলিনীর ন্যায়, মণিহারা ফণিনীর ন্যায়, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যোড়-ভাঙ্গা কপোতীর ন্যায়, বিষণ্ণমনে, বিরসবদনে, জলধারাকুললোচনে, বিজন বিপিনে, একাকিনী যামিনী যাপন করতে হল।

রণ। দূতি, শিখ—(লজ্জাবনতমুখী)।

সুর। শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে বলতে বলতে চুপ কল্লে কেন?

রণ। দূতি, কৃষ্ণের চরণারবিন্দে আমি কুল দিয়েচি, মান দিয়েচি, সরম্ দিয়েচি, যৌবন দিয়েচি, জীবন দিয়েচি ; কৃষ্ণ আমার কত যত্নের নিধি, তা আমি জানি আর আমার প্রাণ জানে।

সুর। প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি, তুমি কালের মত কার্য্য কর নাই। তুমি সাত রাজার ভাণ্ডার দিয়ে মাণিক ক্রয় করে, তোমার

নরেশ-নন্দিনী, কুলের কামিনী,
বিপিন-বাসিনী তোমার তরে।
বিনা দরশন, বিষণ্ণ বদন,
ফুলেচে নয়ন রোদন করে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে ভাই, তুল না তায়।
নীরবে শ্রীহরি, কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী, ঘটিবে দায়।

শিখ। (সুরবালার মুখাবলোকন, জনান্তিকে সুরবালার প্রতি) সুরবালা তুমি দূতী?

সুর। রাজনন্দিনী কমলিনী, তোমার দর্শনলালসায় কুঞ্জবনে পদ্মাসনে জীবন্মৃতা।

শিখ। দূতি, আমি কমলিনীর নিকটে গমন করি।

সুর। অনুমতি লবে না?

শিখ। আমি অনুমতির অপেক্ষা কর্‌তে পারি না।

সুর। শনিবারের জামায়ের মত ব্যস্ত হলে যে। তোমার কমলিনীর নিকটে তুমি যেতে চাইলে বাধা দেবে কে? কিন্তু ভাই রাগে রগ্‌রগে, আঁচড়ালে কাম্‌ড়ালে আমার দায় দোষ নাই।

শিখ। দূতি, তোমার রাজনন্দিনী কমলিনীর নখরনিকরে নিশাকর বিহরে, তোমার শিরীষকুসুমকিশোরসুলভ কিশোরীর দন্তগুলি কুন্দকলি; নখর দশনে আমার চন্দ্রিকা কুসুম পরশন হবে।

সুর। তোমার ঔষধ আছে।

শিখ। কি ঔষধ?

সুর। হাতা পোড়া।

শিখ। (রণকল্যাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান)

প্রাণপ্যারি প্রাণেশ্বরি,
অভিমান পরিহরি,
চেয়ে দেখ দয়া করি,
ইন্দীবরনয়নে।
আমি আশা, তুমি ফল,
আমি তৃষ্ণা, তুমি জল,
বনমালী অবিরল,
প্রেমে বাঁধা চরণে।

রণ। অবলার মনে, এমন বচনে,
কেন অকারণে, হান হে বাণ।
স্বামীর চরণ, সতীর জীবন,
সদা আরাধন, পাইতে ত্রাণ।
কুলের রমণী, আইল আপনি,
হৃদয়ের মণি, দেখার আশে।
শেষ উপাসনা, অতীত যাতনা,
পূরিল বাসনা, বস না পাশে।

[পদ্মাসনে রণকল্যাণীর পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহনের উপবেশন, সকলের করতালি।

শিখ। (জনান্তিকে) তুমি এখানে এলে কেমন করে?

রণ। আমি তোমায় একবার দেখ্‌বের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম।

(মূর্চ্ছিত হইয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে নিপতিত)

শিখ। কমলিনী সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হয়েচেন।

কবি। নিদানশাস্ত্রে এ ব্যাধিটা মহারোগ বলে পরিগণিত। এ এক-প্রকার উৎকট মনোবিকারজন্য উন্মাদ-বিশেষ, এর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"চিত্রং ব্রবীতি চ মনোস্থগতং বিসংজ্ঞো
গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ।"

আমাদের মহিষীর ঠিক্ এইমত লক্ষণই অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এ রোগে প্রাণের আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" নামক মহৌষধ সেবনে এ রোগের আশু প্রতীকার হবে। আমি ঔষধ সংগ্রহ করে আনি।

মকরকেতনের প্রবেশ।

মক। জননী আমার এমন অচেতন হয়ে রইলেন কেন? আমার জননীর জীবনের আশা কি নাই? আমি কি মাতৃহীন হলেম। মায়ের মনে আমি বড় কষ্ট দিইচি, সেইজন্যেই মা আমার এমন সঙ্কট রোগগ্রস্ত হয়েচেন।

কবি। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" সেবন কর্-লেই অচিরাৎ আরোগ্যলাভ কর্বেন। চিন্তামণিরস ঔষধ সামান্য নয়। শাস্ত্রে ইহার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণন করেছেন

চিন্তামণিরসোনাম মহাদেবেন কীর্ত্তিতঃ।
অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বরোগঃ প্রশাম্যতি॥

গান্ধা। কৌশল্যার রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত,—ধূনি, তুই সর্ব্বনাশী—
(গান্ধারীর মুখে সুশীলার হস্ত প্রদান।)

রাজা। বাবা মকরকেতন তুমি রাজসভায় যাও। তোমাকে বল্লেম, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমাগত, কাছাড়ের অমাত্যগণ উপস্থিত, সিংহাসনে বসে তাঁহাদের সম্ভাষণ কর।

মক। আমি মাকে একবার দেখ্তে এলেম।

রাজা। আমি মহিষীর কাছে আছি, তুমি রাজসভায় যাও।

[কবিরাজ এবং মকরকেতনের প্রস্থান।

বড় রাণীর বত্রিশ-গাড়ী-ভেঁড়া ধন, সোণার কটো শুদ্ধ, বিসর্জ্জন দিলেম। আমার কি নরকেও স্থান আছে।—বড় রাণী আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাস্‌তেন, আমি এমনি দুরাচারিণী, সেই স্নেহময়ী সহোদরার হৃদয়ে অনল জ্বেলে দিলেম; যিনি আমার পুত্রশোকে সূতিকাগারে প্রাণ-ত্যাগ কল্লেন; প্রাণেশ্বর আমার কত কাঁদ্‌লেন, পাগলের মত হয়ে কত দিন গিয়ে দেশান্তরে রইলেন।

সন। ধুনীকে এখনই আন্‌তে হবে।

গান্ধা। প্রাণকান্তের কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে গেল। বাড়ী অন্ধকারময়; গর্ব্বিতা গান্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ; পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল; আমি মণিপুর মহারাজের প্রিয়া মহিষী, স্বর্ণপর্য্যঙ্কে অবস্থান; মলিন-বেশে দীননেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে ধুনী দাইয়ের পর্ণকুটীরে গেলেম; ধুনী দাইয়ের পায় ধরে কাঙ্গালিনীর মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম; বল্লেম, "ধুনি, মহারাজের জীবনাধার নব শিশু কোথায় রেখে এলি?" ধুনী বল্লে, "বিন্দু-সরোবরে।" তার সঙ্গে বিন্দুসরোবরে গেলেম, কত খুঁজ্‌লেম, বাছাকে পেলেম না। ধুনী বল্লে, রাণিবামাত্র কে তুলে নিয়ে গিয়েচে।

রাজা। হয় ত, আমার প্রাণপুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন।

গান্ধা। সেনাপতি সমরকেতু ধুনীর মস্তক ছেদন কচ্চেন, মহারাজ, বারণ করুণ। অল্পপ্রাণী দাইয়ের মেয়ে, ওর অপরাধ কি। পাপীয়সী রাজমহিষী গান্ধারীকে বধ কর্‌তে বলুন।—মেরো না, মেরো না, মেরো না, সাত দোহাই সেনাপতি, ধুনীকে বধ করো না, আমার মকরকেতনের অমঙ্গল হবে। মকরকেতনকে যে দিন কোলে কল্লেম, সেই দিন বল্‌তে পাল্লেম বড় রাণী কেন সূতিকাগারে প্রাণ ত্যাগ কল্লেন।

সখী। বাবা, ধুনীকে মার্‌বেন না। তাকে মারে আমাদের অমঙ্গল হবে।

রাজা। মা, তুমি কেঁদো না, আমরা ধুনীকে কিছু বল্‌ব না।

গান্ধা। (করযোড়ে) বাবা রামচন্দ্র! বাবা রঘুনাথ! বাবা শিখণ্ডি-বাহন! আমার প্রাণকান্তের প্রাণপুত্র শিখণ্ডিবাহন! তুমি দুষ্টদমননকে

নষ্ট করে সিংহাসনে উপবেশন করেচ; আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ;—বিমাতার কথা বিশ্বাস হয় না,—ছুরি দাও, আমি হৃদয় চিরে দেখাচ্চি। (বক্ষে নখাঘাত) শিখণ্ডিবাহন! তুমি আমার বুক-জুড়ানে ধন, বাবা, তোমার মা নাই, আমি আর কি তোমার বিমাতা হতে পারি? বাবা, বাবা, অভাগিনীকে একবার চাঁদমুখে মা বলে ডাক, আমি পাপ হতে মুক্ত হই। ভয় কি বাছু, তুমি আমায় নির্ভয়ে মা বলে ডাক।—আহা! হা! প্রাণ ফেটে যায়, কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল।—বাবা! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বিষ্ণু অবতার, কেন হতভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কল্লে।

সম। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

রাজা। জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজম্বা দর্শন করতে গিয়েচেন।

গান্ধা। মহারাজকে ডাক। (দণ্ডায়মানা) মহারাজ, আর কেঁদো না, আমি তোমার হারানিধি কুড়ায়ে পেইচি, বিন্দুসরোবরে পড়েছিল, কোলে করে এনিচি, মায়ের মত কোলে করে এনিচি। মহারাজ, একবার কোলে কর, মণিপুর-সিংহাসনে বসাও। তোমার খোকার গলায় গজমতি-মালা কেমন সুন্দর দেখাচ্চে! ঐ দেখ কপালে রাজদণ্ড—শিখণ্ডিবাহনের কপালে রাজদণ্ড; বরণ করতে দেখতে পেলেম। মহারাজ, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি, শিখণ্ডিবাহন তোমার বড় রাণীর গর্ভজাত সেই অমূল্য মাণিক।

রাজা। সময়কেতু, শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন করবের জন্য আমার প্রাণ পাগল হল।

সম। আলিঙ্গনের সময় না হলে আলিঙ্গন করতে পারেন না। এটী সাধারণ ব্যাপার নয়!

গান্ধা। আহা মরি, কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে! শিখণ্ডিবাহন রামচন্দ্রের ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করেচেন, আমার মকরকেতন ভরতের ন্যায় রাজচ্ছত্র ধরে দণ্ডায়মান।—বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা, তুমি আমার মকরকেতনকে পাপীয়সীর গর্ভজাত বলে ঘৃণা করো না; মকরকেতনকে তুমি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভালবাস্‌তে, এখন মকরকেতন তোমার সত্য সত্য কনিষ্ঠ সহোদর। পাপীয়সীর পেটে পাপা-

সুর। ও কি ভাই, অলঙ্কারহরণ কেন ?

রণ। গরু-বাঁধা দড়া কর্‌ব।

সুর। যৌবনের গামলা পূর্ণ থাক্‌লে গরু বাঁধ্‌তে হয় না।

রণ। যৌবন কি বিচালি ?

সুর। স্বামী যেমন গুরুলোক।

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায় গেলেন ?

রণ। বাবার কাছে বসে গল্প কচ্চেন। বাবার আনন্দের সীমা নাই ! মাকে বল্‌চেন, আর ছোট রাণীকে তিরস্কার করো না, ছোট রাণীর কল্যাণে যুদ্ধ হল, যুদ্ধের কল্যাণে এমন সোণার চাঁদ জামাই পেলে। মা বল্লেন, সপত্নী আমার সর্ব্বমঙ্গলা।

নীর। যুদ্ধ না হলে রণকল্যাণী চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌ত।

রণ। সুরবালা আমার সে কথা তোর মনে আছে ?

সুর। তোমার কথা, না আমার কথা।

রণ। তোমার কথা আমার কথা এক কথা, তোমায় আমায় ভিন্ন কি ? এক জীবন, এক অধ্যয়ন, এক শয়ন।

সুর। এক স্বামী।

রণ। দূর্ পোড়াকপালী।

সুর। সুরবালা সকল বিষয়ে এক, কেবল স্বামীর বেলায় সতীন।

রণ। শিখণ্ডিবাহন এখনি আস্‌বে।

সুর। আমি এখনি আস্‌ব।

[সুরবালার প্রস্থান।

নীর। তোমার সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে হয়েচে বলে সুরবালা আহ্লাদে গলে পড়্‌চে।

রণ। সুরবালা আহ্লাদে আট্‌চালা। সুরবালা না থাক্‌লে আমি মরে যেতেম। সেনাপতির পুত্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে দেব, ও তাকে বড় ভালবাসে।

নীর। বড় সুন্দর ছেলে, মহারাজ তাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন।

রণ। তা নইলে শৈবলিনীর সঙ্গে সুশীলার বিনিময় হয়।

শিখ। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, সুশীলা এখন পরমসুখী।

রণ। তুমি আমাদের বউ দেখ্‌লে না?

শিখ। আমি ত আর তোমাদের বয়ের প্রাণকান্ত নই যে, আপনি গিয়ে ঘোম্‌টা খুল্‌ব।

রণ। বউটী আমাদের বড় শান্ত, এমনি লজ্জাশীলা, ষোল বৎসর বয়েস্ হয়েচে আজ্ পর্য্যন্ত কেউ মুখ দেখ্‌তে পায় নি।

শিখ। কার্ বউ?

রণ। আমার খুড়্‌তুত ভেয়ের বউ।

শিখ। তবে আমার করণীয় ঘর।

রণ। বুকখান যে পাঁচ হাত হয়ে ফুলে উঠ্‌ল।

সুরবালা এবং নীরদকেশীর বউ লইয়া প্রবেশ।

সুর। ও কি ভাই আস্‌তে চায়, কত খুন্‌সুড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল; বলে, আমি পোয়াতি মানুষ, নন্দায়ের সুমুখে যেতে পার্‌ব না; আবার বলে, আমার চুল নাই, নন্দাই দেখে হাস্‌বেন; আমার হাত দুখানা আঁচ্‌ড়ে কালা কালা করে দিয়েচে; মহিষী কত ভৎ´সনা কল্লেন তবে এল।

রণ। কি দিয়ে বউ দেখ্‌বে?

শিখ। আমার গলার এই মুক্তামালা।

[গলদেশ হইতে মুক্তামালা মোচন করিয়া হস্তে ধারণ।

রণ। মুখ দেখাও না?

সুর। আমাদের বড় ভাজ্, তোমার প্রণাম করা উচিত।

শিখ। শালাজ ছোটই কি আর বড়ই কি, প্রণামের পাত্রী।

[প্রণাম।

সুর। তবে চন্দনবিলাসীর চাঁদবদনখানি খুলে দিই।

[অবগুণ্ঠন-মোচন—সকলের হাস্য।

শিখ। এ যে আশী বছরের বুড়ী। আঃ পোড়ার মুখ! আবার জিব মেলিয়ে রয়েচেন, পাকা চুলে সিঁতি পরেচেন।—তোমাদের দিব্বি বউটী।

সুর। আর ভাই, বুড় হক্ হাবড়া হক্, দাদার কোল-জোড়া হয়ে শুয়ে থাকে ত।

শিখ। দন্তের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছেদ হয়েচে।—কাদের বুড়ী?

সুর। যার খেয়েচ তাদের বুড়ী।

রণ। বাবার খুড়ী, আমাদের দিদি মা।

নীর। বউ দেখ্‌লে, মুক্তার মালা দাও।

শিখ। তোমরা দিদি মাকে যে রত্নহারে বিভূষিতা করে এনেচ, আমার এ মালা দিতে লজ্জা বোধ হয়।

সুর। তুমি ত আর মালা বদল কচ্চ না।

শিখ। তোমার দাদার বউ হলে করতেম।

বউ। হ্যাঁলা রণকললি, তোর এ কেমন বিয়ে?

রণ। দিদি মা, আমার 'ওঠ্ ছুঁড়ি, তোর বিয়ে'।

বউ। তারি মতন ত দেখ্‌চি। তুই আমার বীরভূষণের একটী মেয়ে; কত বাজ্‌না গাওনা হবে, নগরময় নবদ বস্‌বে; ওমা! কোন ঘটা হল না।

রণ। দিদি মা, খুব ঘটা হয়েচে।

বউ। কিসের ঘটা?

রণ। হাসির ঘটা।

বউ। সে কথা বড় মিথ্যা না। তুই মনের মত নাগর পেয়ে আজ্ দু দিন হেসে রাজধানীটে হাস্যার্ণব করে ফেলিচিস্।

রণ। দিদি মা, তোমার নাত্‌জামায়ের কাছে বস।

সুর। দিদি মা, বরের কোলে মিতবর ছিল না বলে নীরদকেশী বড় দুঃখ করেচে, তুমি বরের কোলে বসে নীরদের দুঃখ নিবারণ কর।

বউ। নীরদ আমার বড় নম্র, যত নষ্ট সুরবালা আর রণকললী।—নাত্‌জামাই, তুমি নবীন মনতে দুই শালীর নাক কান কেটে নাও।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ত হইচি।

সুর। অকল্যাণ কর কেন ভাই, তোমায় কি আমরা রণকল্যাণীর বাহন হতে দিতে পারি?

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ভিন্ন আর কারো বাহন হতে পারি না।

সুর। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন।

নীর। তোমার মুখে আগুন, কথার শ্রী দেখ।

শিখ। সুরবালা সামান্য শালী নয়।

সুর। এখন আমাকে অনেক শালা শালী বল্‌বে।

শিখ। কেন?

সুর। রণকল্যাণী দশ দিকে শিখণ্ডিবাহন দেখ্‌চে।

নীর। কেন দিদি কাঁদ কেন?

রণ। আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে দশ দিক্ অন্ধকার দেখি।

[মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন।

সুর। শিখণ্ডিবাহন, তুমি যেও না। (রোদন) রণকল্যাণী এখনি পাগল হবে, আমি তাকে শান্ত কর্‌তে পার্‌ব না।

রণ। (সুরবালার গলা ধরিয়া) সুরবালা, আমার বড় সাধের শিখণ্ডি-বাহন আমি ছেড়ে দিয়ে কেমন করে থাক্‌ব; আমার ঘর এখনি অন্ধকার হবে।

সুর। চুপ কর দিদি, শিখণ্ডিবাহন আবার আস্‌বেন, আর কেঁদ না দিদি; তুমি কেঁদে শিখণ্ডিবাহনকে কাঁদালে।

শিখ। সুরবালা, প্রণয় কি কোমল, সৈনিকের কঠিন চক্ষে জল আন্‌লে—

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরিয়া) কবে আস্‌বে, তোমার কল্যাণ মরে রইল, তুমি এলে জীবিতা হবে।

শিখ। কল্যাণ, তুমি আমার প্রাণের কল্যাণ, তুমি আমার জীবন-

রাজা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী কবে আস্‌বেন?

সম। ত্রিপুরাঠাকুরাণীকে আমি কল্য প্রাতে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত কর্‌ব।

রাজা। শান্তিরক্ষকের লিপি কবে প্রত্যাশা করেন?

সম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণীর গর্ভজাত প্রাণপুত্র যদি প্রমাণ হয়, আমার সুখের পরিসীমা নাই। আমি কাছাড়-সিংহাসন শিখণ্ডিবাহনকে দিলাম, মণিপুর-সিংহাসন মকরকেতনকে দিয়ে আমি রাজকার্য্য হতে অবসর হব।

সম। ব্রহ্মাধিপতির অভিসন্ধি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তাঁর সমুদায় সেনা ব্রহ্মদেশে প্রতিগমন করেচে, তিনি একপ্রকার একা আছেন।

রাজা। সন্ধি করা হয়, বোধ হয়, তাঁর স্থির সংকল্প।

শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, শিখণ্ডিবাহন, বকেশ্বর এবং পারিষদগণের প্রবেশ এবং উপবেশন।

শশা। মহারাজ, একখানি লিপি প্রাপ্ত হলেম।

রাজা। শান্তিরক্ষকের?

শশা। আজ্ঞে না। ব্রহ্মদেশাধিপতি এই লিপি লিখেচেন।

রাজা। পাঠ কর।

শশা। (লিপি-পাঠ)

প্রণয়সরোবরপবিত্রপঙ্কজ, প্রজারঞ্জন, বিনয়-বীরত্ববিভূষিত রাজশ্রীরাজাধিরাজ মহারাজ গম্ভীরসিংহ অলৌকিকভ্রাতৃস্নেহসাগরেষু ভ্রাতঃ,

অবিলম্বে অস্মদের ব্রহ্মদেশে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক। তদ্বীয় প্রস্তাবে কাছাড়-রাজধানীর যাবতীয় অমাত্য পরমানন্দ-

সার, সে দুটোই লিপিতে বিরাজমানা; সে দুটো কথাতে সম্মান আর সরলতা ফুটে বেরুচ্চে; ও দুটো কথার মূল্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা। কোন্ দুটো?

বক্কে। "আহার" আর "ভোজন"। ব্রহ্মাধিপতির চমৎকার বর্ণবিন্যাস—"ভোজন বন্ধুতার জীবন"। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচকেরা বল্‌তে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বল্লে ভাল হত। সেটা যে ভাবে প্রকাশ, তা তারা অনুভব করে না। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচক কুট্‌কুটে মাছি; কাব্য-কলেবরে কত মনোহর স্থান আছে তাতে বসে না, কোথায় নখের কোণে একটু ঘা আছে, ভন্ করে সেই খানে গিয়ে কুট্ করে কামড়ায়।

সর্ব্বে। "মণিময়মন্দিরমধ্যে পিপীলিকাশ্ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি"।

রাজা। ব্রহ্মাধিপতি বলেন "একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন"।

বক্কে। একা ভোজনেও বন্ধুতা হয়।

রাজা। কার সঙ্গে?

বক্কে। প্রাণের সঙ্গে। শ্মশানে মশানে রাজদ্বারে আহারে ভোজনে যিনি সহায়, তিনিই সত্যবন্ধু।—ধর্ম্মনীতিবেত্তারা বলেন

সত্য বন্ধু হতে চাও,
মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও।

সর্ব্বে। লিপির পঙ্‌ক্তিগুলি সৌহার্দ্দাবলি।

বক্কে। লিপির পঙ্‌ক্তিগুলি চন্দ্রপুলি।

রাজা। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সর্ব্ববাদিসম্মত?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

শশা। ব্রহ্মসেনাপতিকে কি অগ্রে প্রেরণ করা যাবে?

রাজা। ব্রহ্মেশ্বর সেনাপতির কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

শিখ। সেনাপতিকে আমি সমভিব্যাহারে লয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

করিল, কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। ধুনী একাকিনী পশ্চিম পল্লীর প্রান্ত ভাগে নিবসতি করিত। কাহারো সহিত কথা কহিত না, কেবল বিড় বিড় করে "কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম!" বলিত। ধুনী দাই যেরূপ বলিল, তাহা অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"আমার নাম ধুনী দাই। আমার বয়স্ সাড়ে সতের গণ্ডা। আমি রাজবাড়ীর প্রায় সকলেরই সূতিকাগারে থাকিতাম। বড় রাণীর সূতিকাগারে আমি ছিলাম। বড় রাণীর প্রথম বিয়েন—শেষ বিয়েন বল্লেও হয়, কারণ তিনি এই বিয়েনের পরেই মরেন। বড় রাণী ময়ূর-চড়া কার্ত্তিক প্রসব করেছিলেন। রাজা সোণার কটো শুদ্ধ মুক্তার মালা দিয়ে ছেলের মুখ দেখ্‌লেন। হিংসুটে কোন নষ্ট লোক আমাকে সোণার সাতনরী দিয়ে বল্লে "সোণার কটো শুদ্ধ ছেলে জলে ফেলে দিয়ে আয়"। আমি সোণার কটো শুদ্ধ ছেলে বিন্দুসরোবরে রেখে এলেম। বাড়ী এসে মনটা কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল, ভাব্‌লেম ছেলে তুলে এনে বড় রাণীর কোলে দিয়ে আসি। তখনি বিন্দুসরোবরে গেলেম, ছেলে পেলেম না। সোণার কটো শুদ্ধ ছেলে কে চুরি করে নিয়ে গিয়েচে। ছেলে শ্যাল শকুনে খায় নি, তা হলে সোণার কটো পড়ে থাক্‌ত। নষ্ট লোক একটু পরে আমার কুঁড়ে ঘরে এসেছিলেন, আমায় বল্লেন "ধুনী, তোরে দশছড়া সোণার সাতনরী দিচ্চি, তুই ছেলে ফিরে নিয়ে আয়;" তিনি আমার সঙ্গে বিন্দুসরোবরে গিয়ে কত খুঁজ্‌লেন, কত আমার পায় ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, ছেলে পেলেন না; আমায় কত গাল্ দিলেন, বল্লেন সোণার কটোর লোভে তুই ছেলে মেরে ফেলিচিস্। আমি কত দিব্বি কল্লেম, তা তিনি শুন্‌লেন না; আমি যদি ছেলে নষ্ট কত্তেম, আমি তাঁকে তখনি বল্‌তেম; তখনও যদি বল্‌তে ভয় কত্তেম, এখন বল্‌তে ভয়

ত্রিপু। মহারাজ, বৈধব্যযন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই; আমি বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলেম, কাহারো বাড়ী যেতেম না, কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌তেম না, কোন কথায় কাণ দিতেম না। পাঁচ বৎসর এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে মনস্থ কর্‌লেম, যে ক দিন বেঁচে থাকি তীর্থদর্শনে জীবন যাপন কর্‌ব, আর সুখশূন্য ঘরে ফিরে আস্‌ব না। এই স্থির করে এক দিন রাত্রিযোগে একাকিনী তীর্থযাত্রা কর্‌লেম। বিন্দুসরোবরের তীর দিয়ে গমন কর্‌চি এমন সময় সদ্যোজাত সন্তানের রোদনশব্দ শুন্‌তে পেলেম, একটু অগ্রসর হয়ে দেখ্‌লেম একটী ছেলে পদ্মপত্রের উপর শুয়ে কাঁদ্‌চে, এবং ছেলের পার্শ্বে একটী সোণার কৌটা রয়েচে। আমার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের সঞ্চার হল, তৎক্ষণাৎ শিশুটী কোলে করে নিলেম, এবং সোণার কৌটাটী তীর্থযাত্রার ঝুলিতে বাঁধ্‌লেম। ছেলে কোলে করে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন কর্‌লেম। বাড়ীতে ফিরে আস্‌বের বাসনা ছিল না। শিশুটী পাঁচ বৎসর বয়সে দশ বৎসরের মত দেখাইতে লাগ্‌ল; তার মিষ্ট কথা শুন্‌বের জন্যে অনেক লোকে তাকে কোলে করে লইত। এক দিন একজন সন্ন্যাসী শিশুটী অবলোকন করে আমায় বল্লেন, "মা, এ শিশু নিয়ে আপনার বৃন্দাবনবাসিনী হওয়া উচিত নয়, এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখ্‌চি, এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে; আপনি বাড়ী ফিরে যান্, শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, দেখ্‌বেন আমার উক্তি ফলবতী হবে।" এই কথা শুনে আর শিশুর সকল সুলক্ষণ দেখে আমি বাড়ী ফিরে এলেম, এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা কর্‌তে দিলেম। কুড়িয়ে পেয়েছিলেম বলে শিশুর নাম কুড়ান-চন্দ্র রেখেছিলেম। সেনাপতি মহাশয় কুড়ানকে শিখণ্ডিবাহন নাম দিয়েছিলেন। সেনাপতি মহাশয় শিখণ্ডিবাহনকে এত ভালবাস্‌তেন, আমার এক এক বার সন্দেহ হত, হয় ত শিখণ্ডিবাহন সেনাপতির পুত্র। শিখণ্ডিবাহন অল্প দিনের মধ্যে সকল বিদ্যায় নিপুণ হলেন, ক্রমে ক্রমে মহারাজের অনুগ্রহভাজন হলেন, সহকারী সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হলেন; কাছাড় যুদ্ধে জয়লাভ করেচেন, আজ্ রাজত্বে অভিবিক্ত হবেন।

শশা। সোণার কৌটাটী কোথায়?

ত্রিপু। কত চেষ্টা কর্‌লেম সোণার কৌটা খুল্‌তে পার্‌লেম না; বোধ হয়, কৌটাটী খোলা যায় না। ভাব্‌লেম, শিখণ্ডিবাহনের স্ত্রীকে কৌটাটী যৌতুক দেব।

সম। কৌটাটী এনেচেন ত?

ত্রিপু। আমার নিকটেই আছে, এই নেন।

রাজা কৌটাটী আমার নিকটে দাও। (কৌটাগ্রহণ) এ সুবর্ণ কৌটাটী আমার, একজন যুবা সুবর্ণকার স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য এই কৌটাটী প্রস্তুত করে আমায় দেয়, আমি তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিই; কৌটার চাবি নাই, কিন্তু যে জানে তার পক্ষে খোলা অতিসহজ। রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি-মালা এই কৌটায় বন্ধ করে কৌটাটী বড় রাণীর হস্তে সূতিকাগারে দিয়েছিলেম। (কৌটার মধ্যস্থলে টোকা মারণ এবং কৌটার তালা উদ্‌ঘাটন) এই দেখুন সেই গজমতি-হার। আমার আর সন্দেহ নাই, শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণী প্রমীলার গর্ভজাত পুত্র। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন এবং শিখণ্ডিবাহনের গলায় গজমতি-মালা-প্রদান) আমার প্রমীলা যদি আজ্ জীবিতা থাক্‌তেন, প্রাণপুত্রের মুখ চুম্বন করে চরিতার্থা হতেন।—বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমায় আমি পুত্র অপেক্ষাও ভালবাস্‌তেম। তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ হল; তোমার রণপাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হয়ে তোমার গলায় এই গজমতি-মালা দিতে বাসনা করেছিলেম, সেই মালা তোমার গলায় আজ্ প্রাণপুত্র বলে দান কর্‌লেম। আমার সুখের পরিসীমা নাই। কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করি।

সর্ব্বে। আমরা অনেক দিন হতে সন্দেহ কর্‌তেম, শিখণ্ডিবাহন পাটরাণী প্রমীলা দেবীর গর্ভজাত পুত্র। ব্রহ্মদেশাধিপতির আপত্তি খণ্ডন কর্‌তে গিয়ে শিখণ্ডিবাহন রাজপুত্র প্রমাণীকৃত হল। ব্রহ্মাধীশ্বর এ শুভ ঘটনার আকর, সুতরাং তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শশা। মহারাজ ব্রহ্মাধিপতি শিখণ্ডিবাহন আরজ সত্ত্বেও শিখণ্ডি-

আপনি উভয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করুন, আমি লক্ষ্মণের মত আপনার মস্তকে রাজচ্ছত্র ধরে দাঁড়াই।

শিখ। মকরকেতন, তোমার অতি উচ্চ অন্তঃকরণ, তাই তুমি এরূপ কথা বল্‌তেচ। আমি বাল্যকালাবধি তোমায় অতিশয় স্নেহ করি; তুমি রাজা হলে আমার মনে যত আনন্দ হবে, আমি নিজে রাজা হলে তত হবে না। ভাই, তোমার মলিন মুখ দেখে পিতার চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌চে, আর তোমার রোদন করা উচিত নয়।

মক। দাদা, আপনি আমার জীবন রক্ষা কর্‌লেন।

রাজা। মহারাজ বীরভূষণ সমুদায় স্বকর্ণে শুন্‌লেন, এখন মহারাজ যা প্রতিজ্ঞা করেচেন, তা সাধন করুন।

বীর। মহারাজ এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়-রাজ্যের রাজা করুন।

বীর। আমি জীবিত থাক্‌তে মণিপুরের যুবরাজ কখনই কাছাড়ের রাজা হতে পারেন না।

রাজা। প্রলাপ।

শশা। ছেষ।

সর্ব্বে। বাজ।

বক্কে। হাঁড়ী গড়া কুমর।

বীর। সে কিরূপ বক্কেশ্বর?

বক্কে। মাতায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছানা।

বীর। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে লয়ে যাব।

বক্কে। মহারাজ যেতে দেবেন না।

বীর। কেন?

বক্কে। আপনি আজ্ঞা না করে যেমতে বর্ম্মা পনি অন্য দেশে যেতে দেন না।

সম। মহারাজের কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আপনি কি কৌতুক কচ্চেন, না প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত কচ্চেন?

রাজা। সুশীলা আমার মকরকেতনের ধর্ম্মপত্নী, সেনাপতি সমর-কেতুর কন্যা।

বীর। আমার রণকল্যাণী এ সব পরিচয় আমাকে দিয়েচেন।

সুরবালা এবং সুশীলার প্রবেশ।

রণ। এস দিদি, সিংহাসনে উপবেশন করে সভার শোভা বৃদ্ধি কর।

[সুশীলার সিংহাসনে উপবেশন—
উলুধ্বনি—পুষ্পবৃষ্টি।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবিবিরচিত ইন্দীবরাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্ম্মিণী করবেন না, তাতে আমি বলেছিলেম শিখণ্ডিবাহনকে চিরকাল শিখণ্ডিবাহন হয়ে থাকতে হবে; কিন্তু আজ্ আমাকে স্বীকার করতে হল আমার কথার অন্যথা হয়েচে; রাজ্ঞী রণ-কল্যাণী সত্যই কবি বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী। রাজ্ঞী যে পরমা সুন্দরী, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; এখন রূপের উপযুক্ত গুণ থাকলেই আমাদের মঙ্গল।

শিখ। রণকল্যাণী জয়দেব অধ্যয়ন করেন।

বক্কে। শরীর শুষ্ক হয়ে যাবে।

শিখ। কেন?

বক্কে। জয়দেব-অধ্যয়নে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরীভূত হয়।

শিখ। রণকল্যাণী হাতীর দাঁতের পাটি প্রস্তুত করতে পারেন।

বক্কে। নীরস।

শিখ। অন্ন শীতল হয়।

বক্কে। অন্তরদাহের উপায় কি?

শিখ। রণকল্যাণী আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারেন।

বক্কে। সম্বৎসর শিবচতুর্দ্দশী।

শিখ। কেন?

বক্কে। যে বাড়ীতে গিন্নীর হাতে আড়ি, সে বাড়ীতে আদপেটা খেয়ে নাড়ী চুঁইয়ে যায়।

সুর। রণকল্যাণী চমৎকার চন্দ্রপুলি গড়্‌তে পারেন।

বক্কে। সাধ্বী, না হবে কেন, রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার পুত্রবধূ।

সুর। রণকল্যাণী বামণ ভোজন করাতে বড় ভালবাসেন।

বক্কে। শুভ, শুভ, শুভ—অন্নপূর্ণা; এমন রাজ্ঞী নইলে রাজ-সিংহাসনে শোভা পায়। আমাদের রাজ্ঞী যথার্থই গুণবতী। সুরবালা, তুমিও গুণবতী, নইলে এমন গুণগ্রহণশক্তি সম্ভবে না।

সর্ব্বে। সভাভঙ্গ করা উচিত, কারণ ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় উপস্থিত।

বীর। (বক্কেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) এস বক্কেশ্বর, তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন করাব।

বক্কে। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন,
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা-পতন)